সংবাদ

তারিখ ... 30 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

নারায়ণগঞ্জে পিইসি পরীক্ষায় অনুপস্থিতি কমেছে

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

এ বছর নারায়নগঞ্জে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অনুপস্থিতি আগের বছরের তুলনায় কমেছে। পরীক্ষার্থী অনুপস্থিতি কমার হার প্রায় দশমিক ৭০ শতাংশ। নারায়নগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অহিন্দ্র কুমার মন্ডল মনে করেন, সমপানী পরীক্ষায় অনুপস্থিতি কমানো সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের অব্যাহত তদারকি ও শিক্ষক-অভিভাবকদের সচেতনতার কারনে। তবে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কমেছে। গত ১৯ থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছর অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য নারায়ণগঞ্জের ৫ উপজেলায় মোট ৫৩ হাজার ৫শ' ৯জন পরীক্ষার্থী নাম তালিকাভুক্ত হয় এবং পরীক্ষা ফি প্রদান করে। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহন থেকে বিরত (অনুপস্থিত) ছিল ২হাজার ৬শ' ৮২জন। এতে অনুপস্থিতির হার দাড়ায় প্রায় ৫শতাংশ। ২০১৬ সালে জেলায় পরীক্ষার্থী ছিল ৫৭ হাজার ৩০জন। কিন্তু পরীক্ষা অংশ নেয়নি ৩ হাজার ২শ' ১৯জন। অনুপস্থিতির হার দাড়ায় প্রায় ৫ দশমিক ৭০ শতাংশ। ২০১৬ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ৫৭ হাজার ৩০জন। চলতি বছর (২০১৭) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ হাজার ৫শ' ৯জন। পরীক্ষার্থী কমেছে প্রায় ৩ হাজার ৫শ' ২১ জন।

এব্যাপারে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অহিন্দ্র কুমার মন্ডল সংবাদকে বলেন, এ বছর পরীক্ষায় অনুপস্থিতি কমার প্রধান কারন হচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের অব্যাহত তদারকী। কর্মকর্তারা আগের বছরের তুলনায় স্কুলগুলোতে তাদের প্রাত্যহিক তদারকী আরো বাড়িয়েছে এবং পরীক্ষায় যাতে কেউ অনুপস্থিত না থাকে সে ব্যাপারে সে ব্যাপারে আরো মনযোগী হতে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় নিয়মিত হওয়ার তাগিদ দেন। এর ফলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়মিত পড়াশোনা এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহনের ব্যাপারে কঠোর নজরদারী করেছেন। এতেই পরীক্ষায় অনুপস্থিতি কমেছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমার ব্যাপারে তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জে শিল্পকারখানার সংখ্যা অন্য জেলা তুলনায় অনেক বেশী। এ এলাকায় শ্রমিকদের সন্তানরাই সংখ্যায় বেশী। শ্রমিকরা পেশাগত কারনে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যান। এ কারনে তারা বাসস্থানও পরিবর্তন করেন। ফলে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীও পরিবারের-সঙ্গে অনত্র চলে যায়। ফলে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম-বেশী হয়। এ ব্যাপারে সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল হক সংবাদকে বলেন, পরীক্ষায় অনুপস্থিতি কমার কৃতিত্ব শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকী ছাড়াও যৌথভাবে শিক্ষক- অভিভাবকদেরও। সবাই আগের চেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন বলেই পরীক্ষা অনুপস্থিতি কমেছে।

নারায়ণগঞ্জে সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অহিন্দ্র কুমার মণ্ডল -সংবাদ